যুগান্তর

তারিখ 11 JUL 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র নিয়ে ঝামেলা

প্রথম সাময়িকে ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীই ফেল

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র' নিয়ে স্কুলগুলো বিপাকে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে মহা ঝামেলার। কয়েকদিন আগে সারাদেশের স্কুলেই প্রথম সাময়িক পরীক্ষা নেয়া হয়। সম্প্রতি ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, ৮০ থেকে ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীই ফেল করেছে। এ চিত্র শুধু সুবিধাবঞ্চিত গ্রামাঞ্চল নয়— দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের সুবিধাপ্রাপ্ত ঢাকার শীর্ষ স্থানীয় স্কুলগুলোরও। বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু পশ্নের ধরন না বোঝার কারণেই শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য হয়েছে। এই সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকার বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যেই চলতি মাসে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। এ নিয়ে অভিভাবকরা চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের কারণেই এ ফল বিপর্যয় ঘটেছে। তাদের অভিযোগ, শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদান করেন না। যে কারণে ভালো পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও তাতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জানা গেছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মূল শাখার নবম শ্রেণীর একটি শাখায় প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ৯০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৩২ জন। আইডিয়াল স্কুলের মতিঝিল শাখায় নবম শ্রেণীতে ৭৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩৮ জন আর আজিমপুরের অগ্রণী পার্লস স্কুলের একই শ্রেণীতে ১২৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৭ জন পাস করেছে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জায়লস্কর হাই স্কুলের নবম শ্রেণীতে দু'শাখা মিলে ১৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৪২ জন। প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের এ একই চিত্র সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর

শিক্ষার্থীই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষার্থীই : ফেল করেছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম থেকেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে বিতর্ক ও তীব্র সমালোচনা রয়েছে। নতুন এ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের যে পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। সারাদেশে স্কুলপ্রতি ২/৪ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্য শিক্ষকদের তাদের কাছ থেকে বিষয়টি জানার কথা ছিল। ফলে প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই চলতি বছরের শুরুতে মাধ্যমিকের সব শ্রেণীতে সব বিষয় সৃজনশীল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (এসইএসডিপি) মাধ্যমে রাজধানীতে কিছু শিক্ষককে প্রশিক্ষণের নামে ডেকে এনে কর্মশালা করে পাঠদানের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, শিক্ষকরা ক্লাসে সনাতনী পদ্ধতিতেই পাঠদান করছেন। ক্লাসে পাঠদানে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ বাড়ানোর যে নির্দেশনা রয়েছে, তা হচ্ছে না। ক্লাসে এ নিয়ে বেশি বেশি অনুশীলনের নির্দেশনাও শ্রেণী শিক্ষকরা মানছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে শিশুরা যথার্থভাবে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, পদ্ধতিটি ভালো ও মেধা বিকাশে সহায়ক। কিন্তু ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিত না করলে সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। ফলে কেবল শিক্ষকদের অবহেলা এবং প্রাতিষ্ঠানিক মনিটরিংয়ের অভাবেই হোঁচট খাচ্ছে।

তারা জানান, পাসের লক্ষ্যে ও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে অভিভাবকরা ও শিক্ষার্থীরা নোট-গাইড নির্ভরশীল হচ্ছে। বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্রের নোট-গাইড, যা কিনে নিয়ে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করছে এবং শিক্ষকরা তা থেকেই প্রশ্ন করছেন পরীক্ষার জন্য। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম বলেন, নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতিই ফল বিপর্যয়ের কারণ। প্রথম সেমিস্টারের আগে এসএসসি'র জন্য ক্লাস কম হওয়া, বছরের শুরুতে সময়মতো বই না পাওয়াকে ফল বিপর্যয়ের কারণ তিনি চিহ্নিত করেন। একই সঙ্গে ২৫ জুলাই শুরু হওয়া দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় অবস্থার উত্তরণ ঘটবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।